১৩তম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World Society' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১২ তলা বিশিষ্ট অবকাঠামো তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটির ৬ তলা বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মাতৃভাষাপিডিয়া (বাংলা ও ইংরেজি); বহুভাষী পকেট অভিধান (ভাষা ১৬টি); বিভিন্ন নৃভাষার অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ; মৌলিক গ্রন্থ; মাতৃভাষা পত্রিকা; অন্যান্য প্রকাশনা; শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণিকা; বার্ষিক প্রতিবেদন; ভাষা তথ্য-সংগ্রহ প্রতিবেদন; উপভাষাভিত্তিক কর্মশালার প্রতিবেদন; সেমিনার পুস্তিকা/প্রতিবেদন; বিশেষ পুস্তিকা; মাতৃভাষা-বার্তা (বাংলা); Mother Language Journal; Annual Report; IMLI Newsletter ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত জিপিএমএস নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ সংখ্যায় ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, গবেষণা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, আমাই গ্রন্থাগারের সেবাগ্রহণ, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বদ্ধপরিকর। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধকরণ আমাইয়ের মূল লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। এ কার্যক্রম প্রধানত তিন ধরনের–

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা ও Newsletter;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা;
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. ভাষা ডকুমেন্টেশন প্রতিবেদন।

❖ **এই প্রতিষ্ঠান হতে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ কালসীমায় নিম্নরূপ দাপ্তরিক কার্যক্রম ও অনুবাদ সংক্রান্ত প্রকাশনা সম্পাদিত হয়েছে। এগুলো হলো:**

১. মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫)
২. Mother Language (Vol.: 9, Issue: 2, July-December 2025)
৩. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ স্মরণিকা
৪. National and International Seminar-2026 (Abstract Booklet)
৫. মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫
৬. IMLI Newsletter (Volume 12: Number 4), October-December 2025
৭. Collaborative English Learning at the Higher Secondary Level: Challenges and Prospects.

মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫)

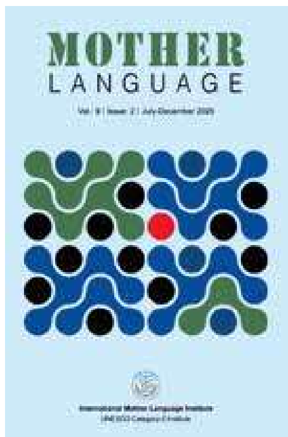

Mother Language (Vol.: 9, Number: 2, July-December 2025)

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ স্মরণিকা

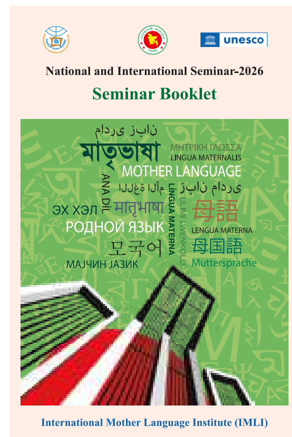

National and International Seminar-2026 (Abstract Booklet)

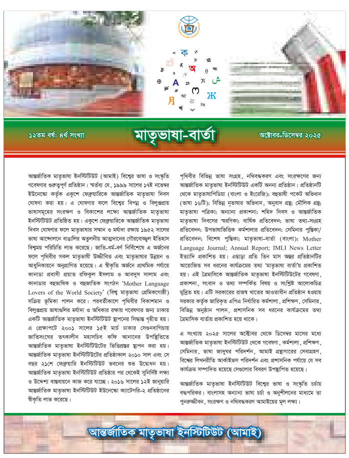

মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা) অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫

IMLI Newsletter (Volume 12: Number 4), October-December 2025

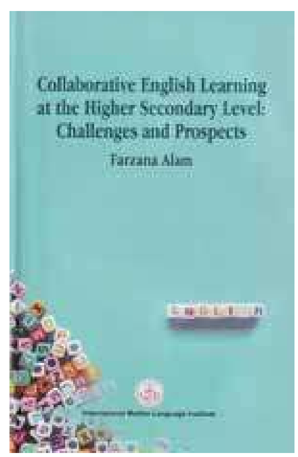

Collaborative English Learning at the Higher Secondary Level: Challenges and Prospects

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক বগুড়া সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মনসুর আহমেদের 'Linguistic Capital of the Oraon Ethnic Community at the Northern Districts of Bangladesh: Access to Education, Information and Economic Sphere' শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং ঢাকার সাভারের দারুল ইসলাম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা'র ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের 'Investigating the Teaching of English Writing and Speaking Skills to the Fazil Pass Course Students in Bangladesh' শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ৮ ও ৯ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়।

উক্ত সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক গাজীপুরের ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ মারুফ মিয়ার 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধঃ সাহিত্য, শিক্ষা ও রাষ্ট্রভাবনা' শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জয়পুরহাটের বটতলি ফাতেমা জহুরা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোঃ নুর আলমের 'Linguistic Variations and Cultural Diversity in Joypurhat: An Anthropo-linguisitic Analysis' শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ১০ ও ১২ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

সেমিনারেগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

সেমিনারে আলোচক গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করছেন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলামের 'Factors Affecting Language's Extinction: A Case Study on Ethnic Minority Languages of Mymensingh' শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) নাজনীন সুলতানার 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উর্দুর প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ১৫ ও ১৬ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

আমাইয়ের পেশাগত গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

২৪শে মার্চ ২০২৬ তারিখে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানীর 'Language and Culture of the Tripura Community in Bangladesh: Problems and Prospects' শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমানের 'ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ভাঙনপ্রবণ অঞ্চলের ঔপভাষিক বৈচিত্র্য: একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার ২৫শে মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদের 'The Inclusion of Santali Community for the Basic Oral Language Documentation (BOLD): Creating A BOLD Based Database' শীর্ষক গবেষণাকর্ম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএম আরিফ মাহমুদের 'Documentation of the Languages of Munda and Mahali Communities of the Barind Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক ড. সুলতান মাহমুদ ভুঁইয়ার 'শিক্ষা শব্দাবলি সংকলন ও সম্পাদনা' শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ২৯, ৩০ ও ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

সেমিনারে গবেষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের আওতায় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনে দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ কালসীমায় নিম্নোক্ত ১টি (এক) কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালা: 'প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১১ই মার্চ ২০২৬ তারিখ বুধবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে 'প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন কবি আবদুল হাই শিকদার, সম্পাদক: যুগান্তর, কবি ও লেখক।

‘প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা’ শীর্ষক কর্মশালার স্থিরচিত্র

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ‘প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেন গুলশান আরা বেগম, ড. এ এফ এম সালাউদ্দিন ও ইমরান মাহফুজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গুলশান আরা বেগম ‘বাংলা ভাষা ব্যবহারের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি’ নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ এফ এম সালাউদ্দিন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার এবং উপাচার্যের সচিব, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ‘তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা’ নিয়ে আলোচনা করেন। ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার’ নিয়ে সর্বশেষ আলোচনা করেন ইমরান মাহফুজ, সম্পাদক (কালের ধ্বনি)। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিবদ্ধ করা ও ভাষাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৩.৩০মি. পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন।

১লা জানুয়ারি ২০২৬ হতে ৩১শে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৮০০ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ‘মন্তব্য’ বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ সকল মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো-

১৫ই জানুয়ারি ২০২৬: জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সামসুউদ্দীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘আবারো এলাম। লিভিং ভাষা সংক্রান্ত চমকপ্রদ তথ্য জেনে চমৎকৃত হলাম। পাপুয়া নিউগিনিতে ৮৪০টি ভাষা কিন্তু কোরিয়াতে মাত্র ০১টি ভাষা আছে।

বাংলাদেশে ৪২টি ভাষা আছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরে এসে জানতে পারলাম। জাদুঘরটি আমাদের জাতীয় গর্ব।'

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সামস্‌উদ্দীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন

৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৬: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইতে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরটি তথ্য বহুল। আরও বেশি বেশি প্রচার দরকার।'

৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬: সারা মেমোরিয়াল হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক মোঃ রেজাউল করিম ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'সমস্ত পৃথিবীর নাম দেখে খুব ভালো লাগল।'

৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬: ঢাকা নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুহৃদ পাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর চূড়ান্ত পর্ব শেষে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'মিউজিয়ামের সংগৃহীত প্রতিটি দেশের তথ্য বিশ্বকে জানতে সহায়তা করে।'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬: আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ভাষামেলা পরিদর্শন শেষে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'মিউজিয়ামটি ঘুরে আমরা অনেক ধরনের ভাষার সাথে পরিচিত হলাম।'

আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

৯ই মার্চ ২০২৬: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী Suhail Mahdin ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Nice place to know about language.'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন

গ্রন্থাগার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের জ্ঞানার্জনের প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রন্থাগার একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে। গ্রন্থাগার হলো জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, যা আজীবন শেখা, স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি, গভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণা এবং সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য। গ্রন্থাগার গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও গবেষণার পরিবেশ সরবরাহ করে। গ্রন্থাগার শুধু বইয়ের সংগ্রহশালা নয়, বরং এটি একটি সমাজের প্রগতি, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির এক অপরিহার্য স্তম্ভ।

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। দেশি, বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকশ্রেণিকে সেবা প্রদান করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৩.৩০মি. পর্যন্ত পাঠকের জন্য খোলা রাখা হয়।

আমাই গ্রন্থাগার থেকে যে সব উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে-

১) পাঠক সেবা: গ্রন্থাগারে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠ কক্ষ রয়েছে, যেখানে পাঠক বসে অধ্যয়ন করতে পারেন।

২) রেফারেন্স সেবা: শিক্ষা, গবেষণা বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রশাসন, নীতি নির্ধারক, পেশাজীবী, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দপ্তরকে বৈচিত্র্যধর্মী সংগ্রহ থেকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়।

৩) গ্রন্থপঞ্জি সেবা: জাতীয় পর্যায়ের কোনো গবেষণার প্রয়োজনে বা অন্যান্য গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের গবেষক ও পাঠককে গ্রন্থপঞ্জিমূলক সেবা প্রদান করা হয়।

৪) ফটোকপি সেবা: গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী গবেষক সদস্যদেরকে নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে বইয়ের আংশিক ফটোকপি সেবা প্রদান করা হয়।

৫) ইন্টারনেট সার্চ ও ই-মেইল ব্রাউজিং সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে সদস্যদের জন্য ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্রাউজিংয়ের জন্য Wi-Fi সংযোগ সেবা দেওয়া হয়।

৬) ধার সেবা: আমাই গ্রন্থাগার হতে শুধু নিবন্ধিত গবেষকগণ বই ধার হিসেবে নিতে পারেন। তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরাও ধার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

৭) ডিজিটাল সেবা: আমাই গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত গবেষকদের প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল সেবা দিয়ে থাকে।

সুবিশাল পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি রেফারেন্সকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান, অ্যাটলাস ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পরিবেশে অধ্যয়নের সুবিধার্থে এতে একটি স্বতন্ত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠ কক্ষ রয়েছে, যেখানে ৩০ (ত্রিশ) জন পাঠকের বসার সুব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রন্থাগারে ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহারের জন্য ৪টি কম্পিউটার রয়েছে এবং নিয়মিত একটি দৈনিক পত্রিকা পাঠক কক্ষে রাখা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে প্রায় ১৪,৫২৫টি বই সংরক্ষিত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড পরীক্ষার্থীর একাংশের ছবি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে চলতি বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি ১৩৯ জন শিক্ষক ও গবেষক আমাই গ্রন্থাগার থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। নিবন্ধিত পাঠকদের মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন পাঠক বই ধার সেবা গ্রহণ করেছেন।

২৩শে জানুয়ারি ২০২৬: Muhammad Saifuddin, Encyclopedia Editor, তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য বইয়ে লিখেন ‘World studies Encyclopedia is essential.’

১১ই মার্চ ২০২৬: ড. মো: রওশন জাহিদ, প্রফেসর, ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, ‘আমাই গ্রন্থাগার এসে আমি চমৎকৃত হয়েছি। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গবেষকগণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করি। গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তা অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ যা গবেষক ও পাঠকগণকে বারবার এই গ্রন্থাগারে আসতে উৎসাহিত করবে বলে মনে করি।’

১২ই মার্চ ২০২৬: মো. আল-আমিন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শনের পর বলেন, ‘জ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থের এই সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধ দেখে মুগ্ধ হলাম।’

আমাই কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থাগারকে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার অর্থাৎ ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরের পরিকল্পনা করছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণের মাধ্যমে গবেষক ও পাঠকশ্রেণিকে জ্ঞান চর্চা, সৃজনশীলতা বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিবেদন

বিশ্বের বিলুপ্তিপ্রায় ভাষার সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯/৯ই ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ। এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এটি সকল দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯:৩০মি. থেকে বিকাল ৩:৩০মি. পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি) সমাহারে সমৃদ্ধ এ আর্কাইভে রয়েছে ১৫৩টি ভাষার লিপি ও লিখনরীতি বিষয়ক পরিচিতি। বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনকৃত ডিসপ্লে স্লাইডসমূহে বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব, জীবনকাল ও ভৌগোলিক বিস্তরণ বিষয়ক পাদটীকা সন্নিবেশিত আছে। লিখনরীতি আর্কাইভের একবারে সম্মুখভাগ বাংলাদেশ কর্নারে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি। পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার লিপি যেমন: আজটেক লিপি, নকসি লিপি, জাপোটেক লিপি, মিকসটেক লিপি, ওঘাম লিপি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। এই লিপি দেখে দর্শনার্থীরা লিখনরীতির উদ্ভব সম্পর্কে একটি ধারণা পায়। একইসঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতার লিখনরীতির বিলুপ্তি হওয়ার কারণ সম্পর্কে তারা অবগত হয়। ভাষা গবেষক ও আগ্রহী দর্শনার্থীবৃন্দ প্রতিনিয়ত এ আর্কাইভ পরিদর্শন করে থাকেন। জানুয়ারি ২০২৬ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মোট ২১৭ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিমুগ্ধ দর্শনার্থীদের থেকে প্রাপ্ত কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. শরবিন্দু কান্তি সিংহ বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘প্রাচীন থেকে নতুন লিপির বিবর্তন দেখে অনেক ভালো লাগলো। বাংলাদেশে এরকম একটি আর্কাইভ আছে আমার তা জানা ছিল না। সিলেট নাগরী লিপি, মৈতে মণিপুরিদের মৈতে লিপি এখানে স্থান পেয়েছে দেখে আরও ভালো লাগলো। এ আর্কাইভ গবেষকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। এ আর্কাইভের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আল মাহবুব সিয়াম বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মতামত তুলে ধরেছেন, ‘বিভিন্ন ভাষার ভাষালিপি থাকায় একসাথে অনেকগুলো ভাষার ইতিহাস এবং লিখনরীতি সম্পর্কে জানা যায়। বাংলা ভাষার আদি বংশরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্যও এই আর্কাইভটি অত্যন্ত যুগোপযোগী ও কার্যকরী।’

স্থপতি উজ্জল সিংহ বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘Nicely organized and decorated environment. I think resourceful knowledge is provided there. I wish all the best for the institute and archive.’

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনের চিত্র

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৬ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রতিযোগিতার অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গত ১লা নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সিলেটের সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে আরম্ভ হয়। পরবর্তী সময়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধারাবাহিক আয়োজন শেষে গত ২৪শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

এ বছর সারাদেশের মোট ১০টি অঞ্চল– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অঞ্চল থেকে ক-ক্যাটেগরিতে ১০ (দশ) জন করে মোট ১০০ (একশত) জন এবং খ-ক্যাটেগরিতে ১০ (দশ) জন করে মোট ১০০ (একশত) জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৬ এর চূড়ান্ত পর্ব ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারাদেশ থেকে ক ও খ– উভয় ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে উভয় ক্যাটেগরি থেকে মোট ৬ (ছয়) জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ক-ক্যাটেগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী কে. এম. খালিদ সাইফুল্লাহ; সোনাইচন্ডী হাই স্কুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোসা: সুমাইয়া আক্তার জুঁই এবং সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাফওয়ান ইসলাম ইয়াফি।

অপরদিকে খ-ক্যাটেগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে নটর ডেম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জুনায়েদ লাবিব আল ওয়াসী, একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ইবনে জাহাঙ্গীর এবং সুহৃদ পাল।

বিজয়ী শিক্ষার্থীরা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৬ এর সফল সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ সম্পর্কিত তথ্য

‘বহুমাত্রিক বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজন করা হয় অমর একুশে বইমেলা ২০২৬। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ২৬শে ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) আনুষ্ঠানিকভাবে অমর একুশে বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বইমেলা কেবল বই ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নয়; এটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, মননচর্চা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক।’

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের স্টল

প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। এ বছর অমর একুশে বইমেলা ২৬শে ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ২০২৬ থেকে ১৫ই মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত চলে। আয়োজক সূত্রমতে, এবছর মোট ৫৪৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮১টি স্টল এবং বাকি ৪৬৮টি স্টলকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বরাদ্দ দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা এবং অন্যান্য দিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বইমেলা চলে। এই বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ও অনুবাদ বই যেমন: বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, জাপানি, কোরীয়, জার্মান, রুশ, স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয়, পর্তুগিজ, হিন্দি, বাহাসা, মালয়েশিয়ান) প্রদর্শন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অভিধান যেমন: কোচ (থার) অভিধান, চাক বাংলা অভিধান, সিলেটি নাগরী লিপি শিক্ষা, ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান, ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা, ককবরক ভাষার কবিতা সংকলন, বাংলার শব্দ মানচিত্র, বাংলা খোট্টা উপভাষা, ভাষা অর্জন: তত্ত্ব ও স্বরূপ, ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা, রূপকথার হংসী মা,

বাংলা দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা, খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক সাহিত্য অন্বেষণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা: নৃতাত্ত্বিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি বই দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশেষ করে বই অনুরাগী মানুষের ভিড় পুরো বইমেলার সময় জুড়ে ছিল।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, ভাষা শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন এবং একুশের গান পরিবেশনাসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর মাননীয় মন্ত্রী এ বছরের লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে ভাষায় আমরা স্বপ্ন দেখি, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষায় আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করি সেই ভাষাকে গুরুত্ব দিতেই হবে, তার বিকল্প নেই। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যে দায়িত্ব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সে দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে পালন করতেই হবে। তিনি এ বিষয়ে ইউনেস্কোর সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষতি বিবেচনায় সরকারিভাবে চিহ্নিত বিপন্ন ভাষাগুলোর মধ্যে ৭টি ভাষার ডকুমেন্টেশনের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাষাও সংরক্ষণ করা হবে।

ইউনেস্কো থিম ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আবুল মনসুর মুসা, প্রাক্তন অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অমিত সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাকে কার্যকর করতে হলে অনেক কাজের প্রয়োজন। লোকবল তৈরি এবং প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা আছে। ভাষা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

ভাষা শহিদ ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সনদ প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন নরিহিদে ফুরুকাওয়া, হেড অব এডুকেশন, ইউনেস্কো, ঢাকা। তিনি বলেন ‘It’s about shaping our future through education systems that enable every learner to learn and thrive. By putting youth voice at the front and centre of modern language and a multilingual education, we can build a more inclusive, resilient and human future for all.’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব রেহানা পারভীন। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মনোবলকে সুদৃঢ় করেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে একুশের উত্তরাধিকার আমাদের জাতীয় জীবনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সকল অসুন্দর, অশুভকে প্রতিহত করার জন্য আত্মিক প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

‘Language Preservation and Community Empowerment’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

‘Language Preservation and Community Empowerment’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে দেশি-বিদেশি গবেষক, নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন, যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও কমিউনিটি ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সকাল ৮:৩০টায় নিবন্ধনের মাধ্যমে শুরু হয়, এরপর উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্যে আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, জোর দিয়ে বলেন যে, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি সাংস্কৃতিক পরিচয়, সমষ্টিগত স্মৃতি এবং আদিবাসী জ্ঞানের বাহকও।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নরিহিদে ফুরুকাওয়া, শিক্ষা বিভাগের প্রধান, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস, যিনি ভাষা সংরক্ষণকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক

আন্তর্জাতিক সেমিনার-২০২৬

বহুভাষিক শিক্ষার কার্যকারিতা তুলে ধরেন, যা শিক্ষার ফলাফল উন্নত করা, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি ক্ষমতায়নে সহায়ক। সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, প্রতিষ্ঠানটির ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণের দায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এস. এম. আরিফ মাহমুদ, যেখানে তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTB-MLE)-এর মাধ্যমে ভাষাগত বৈচিত্র্য উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, বহুভাষিক শিক্ষা জ্ঞানীয় বিকাশ, সাক্ষরতা, দক্ষতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে; পাশাপাশি সংখ্যালঘু ও আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণে সহায়তা করে। তবে তিনি কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেন, যেমন: পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষা সামগ্রীর স্বল্পতা, নীতিগত ঘাটতি এবং বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক মনোভাব। আলোচক ড. জেং কিয়ং প্রবন্ধটির অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশংসা করেন এবং SDG 4 ও International Decade of Indigenous Languages (২০২২-২০৩২)-এর মতো বৈশ্বিক কাঠামোর সাথে এর সামঞ্জস্য তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আহমেদুল কবির, যেখানে তিনি ভাষা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, Natural Language Processing, মেশিন লার্নিং এবং ডিজিটাল আর্কাইভিংয়ের মতো প্রযুক্তি কীভাবে বিপন্ন ভাষার নথিবদ্ধকরণ ও পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করতে পারে। বৈশ্বিক উদাহরণ উপস্থাপনের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেন এবং সম্ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেমন: তথ্যের স্বল্পতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এবং নৈতিক বিষয়গুলো উল্লেখ করেন।

তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মো. সামিউল হক, যেখানে তিনি বাংলাদেশে বিপন্ন ভাষার ডকুমেন্টেশন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভাষা বিপন্নতা আন্তঃপ্রজন্মীয় ভাষা হস্তান্তরের হ্রাস এবং ব্যবহার ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি ভাষাগত ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং প্রথাগত জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য সুসংগঠিত ডকুমেন্টেশনের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচক অধ্যাপক ইব্রাহিম হোসেন কমিউনিটি-কেন্দ্রিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টেশন উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে চলমান বিভিন্ন উদ্যোগ, যেমন: ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন প্রকল্প ও নীতিগত পদক্ষেপ, উল্লেখ করেন।

সেমিনারটি একটি ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নেন। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতি সকল বক্তা, আলোচক ও

অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নীতিগত সহায়তা, কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

‘বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ‘বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা’ শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:৩০মি থেকে বিকাল ৪:৩০মি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে গবেষক, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব রেহেনা পারভীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মনিরা বেগম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

সেমিনারের সূচনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম, যিনি ভাষা সংরক্ষণের গুরুত্ব ও এর বহুমাত্রিক দিক তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি ড. মনিরা বেগম ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বর্তমান অবস্থা ও করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রধান অতিথি ভাষা সংরক্ষণকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এই উদ্যোগকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা, যেখানে তিনি বাংলাদেশের বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার ভিত্তি। আধুনিক শিক্ষা, নগরায়ণ ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে অনেক ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, ভাষা নথিভুক্তকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তার মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় তুলে ধরেন।

প্রথম প্রবন্ধকার মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা ভাষা সংরক্ষণকে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সাথে যুক্ত করেন। তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, গবেষণা এবং নীতিগত স্বীকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচক অধ্যাপক তাহমিনা আখতার ভাষাকে সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভাষা সংরক্ষণে বহুমাত্রিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

জাতীয় সেমিনার-২০২৬

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভাষামেলা সম্পর্কিত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে দু'দিনব্যাপী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ভাষামেলার আয়োজন করা হয়। ভাষামেলার এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: 'তারুণ্যের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হোক বহুভাষী শিক্ষা'। এ বছর দ্বিতীয়বারের মতো ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে থেকে স্টল সাজানো, উন্নতমানের প্রকাশনা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে পৌরি মণিপুরি সাহিত্য ও প্রকাশনা-বিষয়ক সংগঠন; ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান। ভাষামেলার স্টলগুলোর অবস্থান লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। ভাষামেলায় আমাইসহ বাংলাদেশের ভাষিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, বিভিন্ন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ভাষাভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হল: (১) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা; (৩) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৪/৩, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা; (৪) ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাড়ি নং-৫, রোড নং-৩, ব্লক-ই, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯; (৫) কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (৬) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ১৯০/১, ২য় কলোনী, মিরপুর-১, ঢাকা; (৭) এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাড়ি নং: ৯৭৪, রোড নং: ১, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬; (৮) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (৯) ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (১০) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান; (১১) ভাষা শহিদ সালাম ফাউন্ডেশন, ঢাকা অফিস-৫৭৬ নং পূর্ব কাজীপাড়া; (১২) জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, দিঘিনালা রোড, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি; (১৩) রাশিয়ান হাউজ ইন ঢাকা, অ্যাম্বাসি অব দ্যা রাশিয়ান ফেডারেশন হাউস বাংলাদেশ, ৪২, ভাষাসৈনিক এম. এ. মতিন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫; (১৪) পৌরি মণিপুরি সাহিত্য ও প্রকাশনা-বিষয়ক সংগঠন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, বহুভাষী পকেট অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি, স্মরণিকা প্রভৃতি প্রকাশনা ভাষামেলার আমাই স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

ভাষামেলা-২০২৬ এর স্থিরচিত্র

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ৪র্থ দিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকতা সকাল ০৮:৩০মি. থেকে দুপুর ০১:৩০মি. ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মূল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সকাল ৯:৩০মি. থেকে ১১:৩০মি. পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী সকল শিশুদের নিকট চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে *দৈনিক নয়া দিগন্ত* ও *The daily observer* এ দুটি পত্রিকা ও বিটিভিতে স্ক্রল আকারে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন গ্রুপভিত্তিক ফরমসমূহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজএ্যাবলিটিজসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইডে আপলোড করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বদরুন নাহার, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম; উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

শিশুদের ৮টি ক্যাটাগরিতে-

'ক' দল (প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি)- ১০২ জন

'খ' দল (প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি)- ১৮৫ জন

'গ'- দল (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)- ৩০০ জন

'ঘ' দল (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি)- ২০৫ জন

'ঙ' দল (নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি)- ৮০ জন

'চ' দল (বিদেশি শিশুদের জুনিয়র গ্রুপ) ও

'ছ' দল (বিদেশি শিশুদের সিনিয়র গ্রুপ)- ১৩ জন

'জ' দল (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শ্রেণি)- ১৬ জনসহ সর্বমোট= ৯০১ জন প্রতিযোগী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের চিত্র

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বিভিন্ন গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

'ক' দল

১ম স্থান- আসফিয়া আইরাত আসমানী, YWCA Higher Secondary School (কেজি)

২য় স্থান- আনাবিয়া নুসাইবা, YWCA Higher Secondary School (কেজি)

৩য় স্থান- গোলাম মাহদি, সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ (কেজি)

'খ' দল

১ম স্থান- শ্রেয়শী হাজরা, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজ (২য় শ্রেণি)

২য় স্থান- মোঃ রিসালাত শাহ, বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (১ম শ্রেণি)

৩য় স্থান- তাইয়্যেবা মিম সাবিলা, হালিম ফাউন্ডেশন মডেল হাই স্কুল (২য় শ্রেণি)

'গ'- দল

১ম স্থান- অমৃতা সাহা, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৫ম শ্রেণি)

২য় স্থান- হিমেল দেবনাথ হিমু, Little Angels' Learning Home (৩য় শ্রেণি)

৩য় স্থান- মেহেনূর মারইয়াম, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (৪র্থ শ্রেণি)

'ঘ' দল

১ম স্থান- সানজিদা আফরিন, বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ (৭ম শ্রেণি)

২য় স্থান- প্রকৃতি চৌধুরী, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণি)

৩য় স্থান- Zafreen, Milestone School And College (৭ম শ্রেণি)

'ঙ' দল

১ম স্থান- তানিয়া মাহমুদ নৈঋ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১০ শ্রেণি)

২য় স্থান- জায়ান দেওয়ান, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১০ম শ্রেণি)

৩য় স্থান- আইয়ান আনন নিঝর, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ (১০ম শ্রেণি)

'চ' দল

১ম স্থান- ROMAN SKAREDNEV, School of the Embassy of the Russian Federation in Bangladesh (Grade-1)

২য় স্থান- Md Reazul Azmayeen Safwan, Mohammadpur Preparatory School & College; (Grade-3)

৩য় স্থান- Alexandra Lilly-May Chinkumbi Justesen, Embassy of Denmark, (Grade-1)

'ছ' দল

১ম স্থান- KRISTINA MIKHAILOVA, Embassy of the Russian Federation, Bangladesh, (Class-8)

২য় স্থান- DUONG XUAN TUOC, Canadian International School Bangladesh, (Class-6)

৩য় স্থান- Farah Bentaleb, EFID, Embassy of Algeria Bangladesh (Class-5)

'জ' দল

১ম স্থান- কানিজ ফাতেমা ঐশী, ঢাকা সরকারি বধির হাই স্কুল (১০ম শ্রেণি)

২য় স্থান- ওয়েন্স লরেন্স গমেজ, সোয়াক সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন্স (৪র্থ শ্রেণি)

৩য় স্থান- মোহাম্মদ তানভিরুল আমিন, সোয়াক সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন্স (৩য় শ্রেণি)।

প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের প্রতিগ্রুপ হতে বিজয়ী নির্বাচন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট বিচারক প্যানেল বিচার কার্য সম্পন্ন করেন। প্যানেলের সদস্যবৃন্দ ছিলেন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব ইস্রাফিল প্রাং, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব গাজি মোঃ জহিরুল ইসলাম, প্রভাষক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও জনাব মোহাম্মদ হেসায়েত হোসেন জুয়েল, নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

অনুষ্ঠানে সার্বিক তদারকি, তথ্য সরবরাহ এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন

১. নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই

২. আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই

৩. শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

উপর্যুক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধেয় পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; বিশেষ অতিথির দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আবুল কালাম; সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), শেখ শামীম ইসলাম।

প্রশাসন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় প্রশাসন শাখা কর্তৃক জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়:

আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে সেবা ক্রয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৯টি (নয়) ক্যাটেগরির ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাবের উপর মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬শে মার্চ ২০২৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত তথ্য

- ৩রা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত প্রাণ আরএফএল গ্রুপ কর্তৃক 'সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়।
- ৪ঠা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত বীকন ফার্মাসিটিক্যাল পিএলসি কর্তৃক 'মাসিক আলোচনা সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভ্যেনির বিক্রয়ের জন্য ২০২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাই বিক্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৩.৩০মি. পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে- মাতৃভাষাপিডিয়া,

অভিধান, অনুবাদ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, স্মরণিকা ও অন্যান্য।

২০২৬ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসে বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	মাতৃভাষাপিডিয়া ১ম খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
	মাতৃভাষাপিডিয়া ২য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
	মাতৃভাষাপিডিয়া ৩য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
	মাতৃভাষাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০১
২.	বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা	২০২৫	০১
	ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা	২০২৫	১৬
	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষা-পরিচিতি: মৌলভীবাজার জেলা	২০১৩	০৩
৩.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষায়)	২০২৩	০১
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়)	২০২৩	০১
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায়)	২০২৩	০১
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পোর্তুগীজ ভাষায়)	২০২৩	০৪
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পোর্তুগীজ ভাষায়)	২০২৩	১০
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, বাহাসা মালেয়েশিয়া ভাষায়)	২০২৩	০৯
	সিলেটী নাগরীলিপি শিক্ষা	২০২৪	০১
৪.	মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা), জানুয়ারি-জুন ২০২৫	২০২৫	০১
৫.	Mother Language (Vol.: 8, Issue: 1-2, January-December 2024)	২০২৫	০২
৬.	বাংলাদেশের কবিতা: ভাষা ও শৈলী (১৯৭২-২০২২)	২০২৫	১৩
	Teacher-Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome	২০২৫	০৩
৭.	মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা) এপ্রিল-জুন ২০২৫	২০২৫	০১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি

১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391052

Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

....

....

....

সম্পাদক: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক: মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক: ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও বনর্নস কালার স্ক্যান প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।